তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১২

তথ্য অধিকার আদায়ে জনগণের অংশগ্রহণ

প্রেক্ষাপট

তথ্য জানা মানুষের মৌলিক অধিকার। সংবিধান প্রদত্ত চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এ অধিকার স্বীকৃত। প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে তথ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার ফলে এর গুরুত্বও অনেক। কেননা, প্রয়োজনীয় তথ্যের সহজ আদান-প্রদান মানুষের জীবনের মান বাড়াতে সহায়তা করে। এমনকি সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে জবাবদিহিতা বৃদ্ধিরও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার ফলে আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। সর্বোপরি, এ আইন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের গতিশীলতা যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি প্রজাতন্ত্রের মালিক হিসেবে একজন নাগরিক সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার সুযোগ পাবেন।

২০০১ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তথ্য অধিকার নিয়ে আন্দোলনরত কর্মীরা বুলগেরিয়ার সোফিয়াতে মিলিত হন। সেখানে তারা ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে তথ্য জানার অধিকার দিবস পালনের বিষয়ে সম্মত হন। তখন থেকে সারা বিশ্বে এ দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'তথ্য অধিকার ফোরাম' দেশব্যাপী তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করে আসছে। এবারের স্লোগান হলো— **'তথ্য অধিকার আদায়ে জনগণের অংশগ্রহণ'**।

আইন বাস্তবায়নের তিন বছর: অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা

২০০৯ সালের ১ জুলাই হতে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন ও কার্যকর হয়। আইনের ধারা ৩৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে। তথ্য কমিশন ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী আইনের আওতায় সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে নিয়োগ প্রাপ্ত দশ হাজারের অধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে খুদে বার্তা প্রেরণ এবং টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। সারা দেশে ৫১টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে ২২৯৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

সরকার তথা তথ্য কমিশন কর্তৃক পরিচালিত উল্লিখিত এ সকল ইতিবাচক উদ্যোগর গ্রহণ সত্ত্বেও এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যেই নয়, তথ্য জানতে যারা এ আইনের প্রয়োগ করবেন, তাদের মধ্যেও এ সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। অথচ জনগণের সার্বিক মঙ্গলের জন্যই মূলত আইনটি প্রণীত হয়েছে।

আইন অনুযায়ী তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি অগ্রগণ্য। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এ আইন ও এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থাকার ফলে এ আইনের সফল প্রয়োগের বিষয়টি আশানুরূপ নয়। এমনকি অনেক সরকারি দপ্তরে এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। এছাড়াও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো হলো—

- দাপ্তরিক সকল তথ্য সন্নিবেশিত না রাখা এবং কম্পিউটারে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত না থাকা;
- তথ্য প্রদানের সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি নেয়ার চর্চা;
- মূল দায়িত্ব পালনের ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে যথেষ্ট সময় না দেয়া।

তাই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বা পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আইন বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ: সুযোগ ও বাস্তবতা

তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছর তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে ৭ হাজার ৮ শ'য়ের অধিক আবেদন জানানো হয়েছে। এর বেশির ভাগেরই তথ্য সরবরাহ করার ফলে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল আবেদনের মাত্রা খুবই কম। অন্যদিকে কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রাপ্ত সর্বমোট ১০৪টি অভিযোগের মধ্য থেকে ত্রুটিহীন মাত্র ৪৪টি অভিযোগ গৃহীত হয়। অথচ, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আইনটি পাস হওয়ার পর এক বছরে ২০০০টি আবেদনের মধ্যে প্রায় ৪০০টি আপিল আবেদন বিবেচনাধীন ছিল।

তথ্য অধিকার ফোরাম কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে নাগরিক অংশগ্রহণের বাস্তবতা পর্যালোচনায় দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে এ আইন সম্পর্কে তাদের অসচেতনতাই তথ্য প্রবাহের অন্যতম অন্তরায়। ফোরাম পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.২ শতাংশই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু যারা জানেন তাদের মধ্যেও আইনটি ব্যবহারের প্রবণতা কম। কারণ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে তারা স্পষ্ট কিছু জানেন না। তাদের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হলেও নির্দিষ্ট আবেদনপত্র ব্যবহারের পরিবর্তে সনাতন ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে তথ্য পেতে বেশি অভ্যস্ত।

জনগণ একদিকে যেমন জানে না কোন তথ্য কার কাছে চাইতে হবে আবার জানলেও তথ্য প্রাপ্তির প্রতিকূল পরিবেশ তাদেরকে এই আইন ব্যবহারে আরো নিরুৎসাহিত করে। এমনিতেই এই আইনের আওতায় তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি একটু সময়সাপেক্ষ। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য চাওয়া হলে আবেদনকারীকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আবেদনটি গ্রহণ না করে কেবলমাত্র মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান করা হয়। ফলে জনকল্যাণে যুগোপযোগী এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আইনানুযায়ী কার্যকর ও সুষ্ঠু প্রয়োগ হচ্ছে না। জনগণ যদি যথাযথভাবে এই আইনটি ব্যবহার করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে না পারে তাহলে এই আইন প্রণয়ন সার্থক হবে না। এর ক্রমাগত কার্যকর ব্যবহারের ফলে আইনটির সার্থকও সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করবে। তাই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য এ আইন ব্যবহারে জনগণের সচেতনতা ও সরাসরি সম্পৃক্ততার কোন বিকল্প নেই।

তথ্য অধিকার কার্যকর বাস্তবায়ন: ফোরামের দাবি

তথ্য প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতিগত চর্চা বৃদ্ধি ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। এই লক্ষ্যে নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার ভিত্তিতে ফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবি :

১. আইন ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহ প্রদান ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি

তথ্য অধিকার আদায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আইন সম্পর্কে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ফোরাম সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আগ্রহী করতে বিশেষত ছাত্র/ছাত্রী, নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন জোটকে লক্ষ্য করে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষভাবে তৃণমূল পর্যায়ে আয়োজন করার আহ্বান জানাচ্ছে ফোরাম।

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য প্রদানে সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়টিকে একীভূত করার জোরালো দাবি জানাচ্ছে ফোরাম। এই উদ্যোগ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের আলোকে তাদেরকে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করবে।

৩. স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ

আইনের ধারা ৫ (১) অনুয়ায়ী তথ্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে জনগণের কাছে তথ্যের প্রবাহ সহজলভ্য করার জন্য বিগত বছরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ ও অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য ঘাটতি চিহ্নিত ও তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করার বিষয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে ফোরাম।

৪. সহায়ক আইনি ব্যবস্থার প্রচলন

বিদ্যমান সকল আইন এবং বিধিকে এ আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। কার্যকর তথ্য কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগে বিচার বিভাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সক্রিয় সমর্থন নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইনের প্রকৃত সুফল অর্জন তথা জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারের নয়। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং বেসরকারি খাতকে অবশ্যই বৃহৎ পরিসরে দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে এই আইন ব্যবহারে উৎসাহিত ও সাহায্য করার জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াস নেয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

১. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, তথ্য কমিশন এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

২. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যলোচনা : নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা, তথ্য অধিকার ফোরাম ২০১১

৩. Ground Realities, Issues and Potentials of RTI Implementation: A Piloting Case of BPATC-MJF Collaboration in Manikganj, Manusher Jonno Foundation 2012

তথ্য অধিকার ফোরামের সদস্য সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা

আর্টিক্যাল ১৯, আমাদের গ্রাম আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ইন্টার কো-অপারেশন, বাংলাদেশ এনএফওডব্লিউডি, এমআরডিআই, ওটিআইসি, কোস্ট ট্রাস্ট, চেঞ্জ মেকার, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দ্যা হাংগার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, নিজেরা করি, ডি.নেট, পিইটি, প্রান, ব্র্যাক, ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স, বিএনডব্লিউএলএ, বিএনএনআরসি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট আব লেবার স্টাডিস, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট, বিএসইএইচআর, বিএআরএম সোসাইটি, ব্রতী, বাংলাদেশ ভিশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, মাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, সমুন্নয়, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সোপান, রূপান্তর, এমকেএস, এসডিএস, আরডিসি, সংযোগ, আলোর ছোঁয়া, ঊষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, শ্রমজীবী উন্নয়ন সংস্থা, প্রগতি, আনির চৌধুরী, প্রণব সাহা, এডভোকেট ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, ড. আসিফ নজরুল, ব্যারিস্টার তানজিব উল আলম, মনজুরুল আহসান বুলবুল, মোহাম্মদ লুৎফর হক, শওকত মাহমুদ, হামিদা হোসাইন।

স চি বা ল য়

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বাড়ি ৪৭, রোড ৩৫/এ, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

ফোন : +৮৮-০২-৯৮৫০২৯১-৪, ৯৮৯৩৯১০, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৮৫০২৯৫

ওয়েবসাইট : www.rtiforum.org.bd